

কাওমা মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি একটি অধিকার

কাওমী শব্দটি আরবী শব্দ। এর অর্থ গাভীর, আর মাদ্রাসা শব্দটিও আরবী শব্দ, এর অর্থ বিদ্যালয়। শাসনিক অর্থে দিক দিয়ে 'কাওমী মাদ্রাসা'-এর অর্থ দাঁড়ায় 'রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়'। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা তে, কাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি এটা তাদের অধিকার, কারও দান বা কারুণ্য নয়। ব্যাপক ও নিষ্ঠাবান একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সনদের সরকারী স্বীকৃতি নেই। খচ আমরা জানি, চারদলীয় জোট সরকার ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদের সরকার। আমাদের ধারণা তে, এ সরকার অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার গ্যারান্টি করবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার দরজায় এসেও কাওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি নিয়ে নানা লবাহানা করছে। তাহলে কি সরকারের দুর্বলতা সরকারকে অন্যভাবে লিখে দিচ্ছে? যা সরকারের জন্য শুভ নয়। এ কারণেই সরকারের পতন রান্না করা হবে।

এ বা অধিকারের বিপরীত শব্দ হলো অধিকার। প্রাপ্য অধিকার আদায় না হলে তা বশ্যই বঞ্চার নামান্তর। কাওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি আজ গোটা তির প্রাণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। বহু বছর ইতিহাসে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চুটি গৌরবোজ্জ্বল দিগন্ত। ইলমে ওহীর জুড়তির মাধ্যমে শুরু হয় ইসলামী শিক্ষা যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার। যে শিক্ষা বহু বছর রয়েছে- আধুনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের নিশ্চয়তা। এ কথা সন্দেহভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের কাওমী মাদ্রাসাগুলোই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এ রাসাওগুলোতে কোরআন, হাদীস, কাহ, উসুল ফিকাহ, আকাঈদ, সাউফ, নাহ-সরফ, মাস্তেক ও লামের ইতিহাস প্রভৃতি ধর্মীয় সবারকম অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। ফাজের কোরআন শায়খুল হাদীস

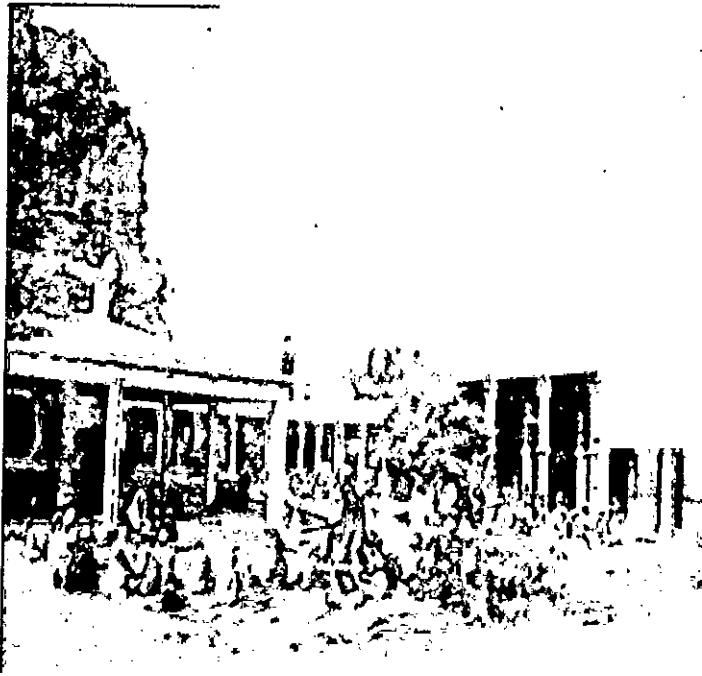
মুফতী মাওলানা আর্লেমে ধীন ইসলামী চিত্রাবিদ ইক্বানী পীর মশায়েখ, ন্যায়বান শ্রেষ্ঠ মানুষ ধীনদার বুদ্ধিজীবী। আমাদের দেশের জনগোষ্ঠী ধর্মীয় দীক্ষালাভে এক চেটিয়া কাওমী মাদ্রাসার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার কাওমী মাদ্রাসা রয়েছে। বর্তমান কাওমী মাদ্রাসাসমূহে

লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অনেক মেধাসম্পন্ন বা প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী রয়েছে, যারা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কল্যাণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কিন্তু তাদের প্রতিভা বিকাশের কোন সুযোগ না থাকায় তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বক্ষেত্রে অবমূল্যায়িত হচ্ছে। এর একমাত্র সমাধান রাষ্ট্রীয়ভাবে কাওমী

কাওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক নেতৃত্বের সমন্বয়ে সারাদেশে সর্বস্তরের পূর্বের আন্দোলন পড়ে ওঠে। আন্দোলনের ইস্যু ছিল ফতোয়াবিদ রায় বাতিল এবং শায়খুল হাদীস ও মু আমিনীর প্রোফতার।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে ব্রাহ্মণবাড়ি ছয়টি তরতাজা গোলাপের রঙে রঞ্জিত রাজপথ। আর পতন ঘটতে থাকা কাওমী দুঃশাসনের। আর শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আজ চারদলীয় জোট সরকার। তাদের রক্তে বেইমানী করলে আপনাদের ভাগে সেই আওয়ামী ভরাডুটির ব্যতিক্রম ঘা না। আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দুধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতই কাওমী মাদ্রাসার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি রয়েছে। পাকিস্তানে কাওমী মাদ্রাসাগুলোর যে যে রয়েছে সে বোর্ডের অধীনে একটি সর্বশেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কৃতজ্ঞ হলে সে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রেষ্ঠাচারে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে কাওমী মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক সনদ নিয়ে সরকারি আধারকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাপদে নিয়োগের জন্য আবেদন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। সুতরাং আমা দেশের কাওমী মাদ্রাসা সনদের সরকার স্বীকৃতি না দেয়া তা কেবল দুঃখজনক নয় বরং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, এটা অমৌলিক ও নজিরবিহীন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে কাওমী মাদ্রাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি অত্যন্ত প্রয়োজন। অতএব চারদলীয় জোট সরকার তাদের জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখে কাওমী মাদ্রাসা সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেবে বলে আশাবাদী।

মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম



প্রায় ৪০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আদর্শ ও নৈতিকতার জ্ঞান অর্জন করছে। তাদের সনদের বা কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারী কোন স্বীকৃতি না থাকায় তারা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে কোন মর্যাদা পায় না। এ কাওমী মাদ্রাসায় পড় যা

মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দান করা। দিগন্ত আওয়ামী আমলে বিএনপির আন্দোলনের হালে যখন পানি পাচ্ছিল না তখন শায়খুল হাদীস আশ্রামে আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী এবং দেশদূরবাহী শীর্ষস্থানীয় আলেমরা একত্রে